

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

145214 - ভাড়াটায় কাছ পাওনা ভাড়ার বদলে ভাড়াটায় ফলে যাওয়া জনিসিপত্র কি গ্রহণ করা যাবে?

প্রশ্ন

আমার ভগ্নপিতরি ফ্ল্যাট আছে। দুই যুবক তার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু, বেশিরভাগ মাসে তারা ভাড়া পরিশোধ করেনা। সম্প্রতি তাদের একজন গ্রফেতার হয়েছে। অন্যজনের কাছে আমার ভগ্নপিতা ভাড়া চাইতে গেলে সে বলে তার কোন দায়িত্ব নেই এবং সে কোন অর্থ পরিশোধ করেনি। আমার ভগ্নপিতা তাকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এবং সখোনে একটা টেলিভিশন ও একটা রসিভার পয়ে সগেলো নজিরে বাসায় নিয়ে আসে। তিনি টেলিভিশনটা বিক্রি করে দিতে চান এবং ভাড়ার বদলে উক্ত অর্থ গ্রহণ করতে চান। এর বধিান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এ মাসয়ালাটা ফকিহবদি আলমেদরে নকিট مسألة الظفر নামে পরিচিতি। এ মাসয়ালা দ্বারা উদ্দেশ্য হল— যদি কোন জালমিরে কাছ আপনার কোন পাওনা থাকে; কিন্তু আপনি তার থেকে উক্ত পাওনা আদায় করতে না পারেন, তবে আপনি তার থেকে কোন জনিসি জব্দ করতে পারলে সক্ষেত্রে উক্ত জনিসি থেকে আপনি আপনার পাওনা পরিমাণ গ্রহণ করা কি জায়যে হবে; নাকি হবে না?

এটা আলমেদরে মাঝে মতভেদেপূর্ণ বিষয়: কউে কউে জায়যে বলছেন। কউে কউে হারাম বলছেন। আর কউে কউে শর্তসাপেক্ষে জায়যে বলছেন।

[দখুন: আল-খরিশরি রচিতি 'শারহু মুখতাসারি খলিলি' (৭/২৩৫), 'আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা' (৫/৪০৭), 'তারহুত-তাছরবি' (৮/২২৬-২২৭), 'ফাতহুল বারী' (৫/১০৯) ও 'আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া' (২৯/১৬২)]

শাইখ বনি জবিরীন (রহঃ) বলেন:

এর অবস্থা ব্যক্তভিদি ভিন্ন ভিন্ন হবে: যদি জানা যায় যে, লোকটা বিপেরোয়া, অস্বীকারকারী ও বনি ওজরে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

টোলবাহানাকারী তাহলে জায়যে হবে। আর যদি এক্ষত্রে কোন প্রকার সংশয় থাকে তাহলে সংশয়ের কারণে হারাম বলা হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।[সমাপ্ত]

শাইখের ওয়েবসাইটে থেকে:

<http://ibnjebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9518&parent=786>

ইতিপূর্বে 27068 নং প্রশ্নোত্তরে মজলুমের জন্য তার প্রাপ্য পাওনা কোনরূপ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জালমিরে কোন সম্পদ জব্দ করতে পারলে সেটা থেকে গ্রহণ করা জায়যে মরমরে অভিমতটিকে অগ্রগণ্যতা দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং বাসার মালকিরে জন্য ভাড়া বাবদ পাওনা যদি কোনরূপ সংশয় ও বাদানুবাদ ব্যতিরেকে ভাড়াটীয়া থেকে সাব্যস্ত হয় তাহলে ভাড়ার পরমাণ অর্থ ভাড়াটীয়ার সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নাই।

পক্ষান্তরে, উভয় পক্ষে মাঝে যদি ভাড়া নিয়ে বাদানুবাদ থাকে তাহলে এ বাদানুবাদ নরিসনের ফয়সালা করবনে বিচারক।

দুই:

আমরা জায়যে হওয়ার পক্ষে অভিমত দিচ্ছি ঠিকি; তবে ভাড়াদাতার জন্য এ টেলিভিশন কথিবা এ রসিভার হারাম কাজে ব্যবহার করা জায়যে হবে না। যমেন- য়ে সব সনিমো ও সরিয়াল দেখে হারাম, য়েগেলো দেখে মাধ্যমে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করছে, য়েগেলোর কারণে মুসলমানদের বাসাবাড়িতে অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়ছে; এমন কিছু দেখে মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতার পথে এগলোককে ব্যবহার করা কথিবা এমন কারো কাছে বক্রি করা যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয় য়ে, সে ব্যক্তি হারাম কাজে এটিকে ব্যবহার করবে।

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১৩/১০৯) এসছে- “প্রত্যকে য়ে জনিসি হারাম ক্ষত্রে ব্যবহৃত হয় কথিবা প্রবল ধারণা হয় য়ে, তা হারামের ক্ষত্রে ব্যবহৃত হবে সেটা উৎপাদন করা, আমদানি করা, বক্রি করা ও বাজারজাত করা হারাম।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“টেলিভিশন যদি এমন ব্যক্তির কাছে বক্রি করা হয় যিনি এটাকে বৈধভাবে ব্যবহার করবেন; যমেন—এর মাধ্যমে এমন সব ফলিম দেখেন য়েগেলো দেখে মানুষ উপকৃত হয়; তাহলে এতে কোন আপত্তি নাই। পক্ষান্তরে, যদি সর্বস্তরে মানুষের কাছে টেলিভিশন বক্রি করা হয় তাহলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে। কনেনা অধিকাংশ মানুষ টেলিভিশনকে হারাম কাজেই

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ব্যবহার করে। নঃসন্দহে টেলিভিশনে যা কিছু দেখানো হয় এর কিছু আছে মুবাহ বা বধৈ শ্রণীয়। কিছু আছে উপকারী। আর কিছু আছে হারাম ও ক্বতকির। অধিকাংশ মানুষ কোনটা উপকারী ও কোনটা ক্বতকির সটো পার্থক্য করতে পারে না।”[আল-লক্বিবা আস্-শাহরি (১/৪৯) থেকে সংক্ಷেপেতি ও সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।